3 JAN 2013

সংবাদ

দৈনিক ...3 JAN... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীর ২৯৬টি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে

মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ

● শিক্ষকদের ঢাকার বাইরে বদলি করা হবে

রাকিব উদ্দিন

চরম অব্যবস্থাপনার কারণে রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো (২৯৬টি) ভর্তিতে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের টানতে পারছে না। এ অবস্থায় রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের মান বৃদ্ধিতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কারণ পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনার মান ভালো না হওয়ায় সচ্ছল ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহ হারাচ্ছেন। রাজধানীতে শিশু ভর্তিতে তাই চটকদার বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয়ের ওপর চাপ বেড়েই চলছে। বছরের প্রথম দিকে এ ধরনের পরিস্থিতি আরও বেসামাল অবস্থায় পৌঁছে। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, জবাবদিহিতা না থাকায় সরকারি [illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চরম খামখেয়ালিপনা ভাব দেখাচ্ছেন। শিক্ষকরা যখন খুশি স্কুলে আসছেন, যতক্ষণ খুশি ক্লাস করছেন এবং ইচ্ছামতো প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করছেন। ঢাকায় কর্মরত শিক্ষকদের ঢাকার বাইরে বদলি ও বাইরে থেকে ভালো শিক্ষকদের ঢাকায় পদায়ন করতে পারলে হয়তো পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতো। ১৮ বছর ধরে মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে বাইরে থেকে ভালো শিক্ষকদের মহানগরীর স্কুলে পদায়ন বন্ধ রয়েছে বলেও ওই কর্মকর্তারা জানান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব (ভারপ্রাপ্ত) এমএম নিয়াজ উদ্দিন সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষকরা স্কুলে এসে পাঠদান করবে না- এটা মেনে নেয়া হবে না। প্রয়োজনে আগের আদেশ বাদ দিয়ে নতুন আদেশ জারি করব। ঢাকায় শিক্ষকতা করতে হলে ভালোভাবেই পাঠদানে মনোনিবেশ করতে হবে। মানসম্মত পাঠদান

মানসম্মত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

মানসম্মত পাঠদান

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

হবে। পাঠদানে গাফিলতি পাওয়া গেলে শিক্ষকদের ঢাকার বাইরে বদলি করে দেয়া হবে'। জানা গেছে, দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে বাইরে থেকে ঢাকা মহানগরীতে বদলি হওয়া শিক্ষক পদায়ন বন্ধ আছে। এতে করে রাজধানীতে ঘাপটি মেরে থাকা শিক্ষকরাও ইচ্ছামতো দায়িত্ব পালন করছেন। স্কুলের পাঠদানের উন্নতির প্রতি তাদের আগ্রহ কমছে।

সর্বশেষ প্রকাশিত পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগের সেরা দশটি স্কুলের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম নেই। মহানগরীর ৪৪টি সরকারি প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থী পাসও করেনি। জানা গেছে, ঢাকা মহানগরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ২৯৬টি। এর মধ্যে ১৪টি 'মডেল বিদ্যালয়'। এসব বিদ্যালয়ও ভর্তির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থী টানতে পারছে না। তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায়ও ভালো ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। ছাত্রছাত্রী ভর্তিতে এ বেহাল দশার পাশাপাশি ফলাফলেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর চেয়ে বেসরকারি বিদ্যালয় অনেক এগিয়ে আছে। ২০১২ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, মহানগরীর দশটি সেরা বেসরকারি বিদ্যালয় মেধা তালিকায় (মেরিট লিস্ট) স্থান পেয়েছে। অথচ ঢাকা বিভাগের সেরা ১০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকলেও, ভালো মানের শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে নেই যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহিতা। প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদানের পরিবেশও ভালো নয়। কক্ষগুলো নিয়মিত পরিষ্কারও করা হয় না। স্কুলে বসে শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকেন ব্যক্তিগত কাজে। প্রশাসনের গাফিলতি ও উদাসীনতা এবং শিক্ষকদের দায়িত্ববোধের অভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো 'গরিবের পাঠাগারে' পরিণত হয়েছে।

এ বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হলে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পদ্ধতি আরও যুগোপযোগী ও শিশুবান্ধব করতে হবে। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের অনুপাতে ভারসাম্য আনতে হবে'।

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ঢাকা মহানগরীতে যে ৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফলাফল খারাপ হয়েছে তার তালিকা তৈরি করতে ঢাকা বিভাগে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষার উপ-পরিচালক কাওসার সাবিনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সারাদেশের চেয়ে ঢাকা মহানগরীতে সব সুবিধা বেশি থাকার পরও কেন সব শিক্ষার্থী পাস করতে পারছে না তার কারণও খুঁজে বের করার জন্য ওই কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব এমএম নিয়াজ উদ্দিন গতকাল ওই কর্মকর্তাকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তারা বলেন, ঢাকার বাইরে বিভিন্ন উপজেলায় শিক্ষকদের বদলিসহ বিভিন্ন শাস্তি বহাল থাকায় গ্রাম-গঞ্জে পড়াশোনা তুলনামূলক ভালো।